তাঁর পরিশ্রমবোধ, আদর ও শাসনের সমতা তাঁর পুত্র অমৃতকেও তাঁর উপর নির্ভরশীল করে তোলে। অমৃত জানত, মা যতই শাসন করুন-না-কেন, দিনের শেষে তিনিই তার একমাত্র আশ্রয়।

এ যেন মাতৃমূর্তি চিরন্তনী। তাঁর কোনো নাম প্রয়োজন ছিল না, যদিও গল্পের বাবাকে শোনা যায় তাঁকে 'বাহালি বৌদি' বলে ডাকতে। মোটের উপর ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে গড়া এক স্বয়ংসম্পূর্ণ মা হয়ে উঠেছে অমৃতের মায়ের চরিত্রটি।

প্রশ্ন ৪.৯ 'অদল বদল' গল্পের নামকরণ কতখানি সার্থক হয়েছে, তা আলোচনা করো।

উত্তর 'নামকরণের সার্থকতা' অংশটি দ্যাখো।

প্রশ্ন ৪.১০ 'অমৃত সত্যি তার বাবা-মাকে খুব জ্বালিয়েছিল।' —অমৃত কীভাবে বাবা-মাকে জ্বালাতন করেছিল? অবশেষে অমৃতের মা কী করেছিলেন? (মাধ্যমিক, ২০১৮) ৩ + ২

উত্তর অমৃত আর ইসাব—দুজন খুব ভালো বন্ধুর গল্প পান্নালাল প্যাটেলের 'অদল বদল' গল্পটি। পরস্পরের বন্ধুত্ব যেমন গাঢ় তেমনই অনুকরণ-প্রিয়তা হেতু পরস্পরের রেষারেষি বেশ প্রবল। দুজনের বাবাই পেশায় মজুর। খেতে কাজ করতে গিয়ে ইসাবের জামা ছিঁড়ে যাওয়ার তার বাবা তাকে নতুন জামা কিনে দিলে তার দেখাদেখি অমৃতেরও নতুন জামা কেনার জন্য বাবা-মার কাছে জেদ করে। ফতোয়া জারি করে নতুন জামা কিনে না-দিলে সে স্কুলে যাবে না। তার যে নতুন জামা নেই তা বোঝাতে নিজের জামার আবিষ্কার করে কোনো ছোটো একটা ছেঁড়া জায়গা, যাতে আঙুল ঢুকিয়ে সেই জায়গাকে আরও ছিঁড়ে দেয়। মা অনেকভাবে অমৃতকে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন, সে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেয়, রাতে বাড়ি ফিরতেও চায় না; ইসাবদের গোয়ালে লুকিয়ে থাকে। এভাবেই অমৃত তার বাবা-মাকে জ্বালাতন করত।

অমৃতের বাবা-মাকে জ্বালাতন

☐ অমৃতের মা অমৃতকে তার এই জেদের জন্য বেকায়দায় ফেলতে কৌশলে নতুন জামা কেনার ব্যাপারে তার বাবার কাছে বলতে বলেন। তিনি বলেন, ইসাবকে জামা কিনে দেওয়ার আগে তার বাবা তাকে খুব মেরেছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য অমৃত মার খেতেও রাজি হয়ে যায়। অমৃতের মা জানতেন, অমৃত বাবার মুখের উপর কথা বলবে না, আর অমৃত জানত মা যদি জামা কেনার ব্যাপারে না-বলেন, তবে তার বাবার রাজি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অবশেষে অমৃতের মা হাল ছেড়ে দিয়ে অমৃতের বাবাকে রাজি করিয়েছিলেন তাকে জামা কিনে দেওয়ার জন্য।

অবশেষে অমৃতের মা যা করেছিলেন

প্রশ্ন ৪.১১ 'অদল বদল' গল্পে অতিসাধারণ একটি কাহিনির কাঠামো নিয়ে লেখক যে-সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চেয়েছেন বুঝিয়ে দাও।

উত্তর পান্নালাল প্যাটেলের 'অদল বদল' গল্পটি গড়ে উঠেছে অমৃত আর ইসাবের বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে। অমৃত ও ইসাব দুই বন্ধু। তারা একই স্কুলে একই শ্রেণিতে পড়ে। দুজনেই পাশাপাশি বাড়িতে থাকে। দুজনেই গরিব পরিবারের ছেলে। ইসাবের বাবা ছেলের জন্য ছিঁড়ে যাওয়া পুরোনোর বদলে নতুন জামা কিনে দেয়, তাই অমৃতও জেদ ধরে তারও নতুন জামা চাই। সে অনেক কষ্টে একটি জামা আদায় করে। দুই বন্ধু একই রকম নতুন জামা পরে স্কুলে যেতে থাকে। কিন্তু দুই ছেলের একটি খেলা চলাকালীন কালিয়া নামে একটি ছেলে অমৃতকে ধরে মারতে থাকে। এর প্রতিবাদে ইসাব তাকে ল্যাং মারে। তার ধস্তাধস্তিতে ইসাবের নতুন জামাটি ছিঁড়ে যায়। দুজনেই জামা ছেঁড়ার কারণে শাস্তি পাবার ভয় পায়। তখন অমৃত নিজের অক্ষত জামাটি ইসাবকে দিয়ে, সে তার ছেঁড়া জামাটি পরে। কারণ অমৃতকে বাবার হাত থেকে মা বাঁচালেও মাতৃহীন ইসাবকে বাঁচানোর কেউ ছিল না। ছোটো ছেলেদুটির এই কাণ্ড ইসাবের বাবা হাসান জেনে ফেলে। ভালোবাসা আর বন্ধুত্বের এমন অপূর্ব নিদর্শন দেখে তার অবাক লাগে। ক্রমে হাসানের মুখ থেকে পাড়া-প্রতিবেশী হয়ে এ কাহিনির কথা গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। মুখ গ্রাম-প্রধান দুজনের নাম দেন অদল বদল। বিশ্বাস-ধর্ম-পূজা ও ভালোবাসা যে ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধারণ ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে, এই গল্প তাই প্রমাণ করে। গল্পকার অমৃত ও ইসাবের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নির্ভরতার মধ্যে বুঝিয়ে দেন, মানুষের মানবিকতার স্থান সাম্প্রদায়িক বিভাজনের অনেক ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত।

'অদল বদল'— সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অপূর্ব দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন ৪.১২ 'আজ থেকে আমরা অমৃতকে অদল আর ইসাবকে বদল বলে ডাকব'—বক্তা কে? তাঁর এই উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ১ + ৪

বিকল্প 'অমৃত-ইসাব অদল বদল, অদল বদল।'— কীভাবে এই আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল?

উত্তর প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটির বক্তা অমৃত এবং ইসাবের গ্রামের গ্রামপ্রধান।

☐ পান্নালাল প্যাটেলের 'অদল বদল' গল্পে দুটি ছোটো ছেলের পারস্পরিক ভালোবাসা ও বন্ধুপ্রীতির কাহিনি মানবিক আবেদনের এক অপূর্ব বাঙ্ময় রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। অমৃত আর ইসাব শুধু দুজন বন্ধুমাত্র নয়, তারা পরস্পরের পরিপূরক। তাই ইসাব নতুন জামা পেলে অমৃতও তার বাবা-মাকে নতুন জামা কিনে দিতে বাধ্য করে। আবার দুষ্টু কালিয়ার হাতে বন্ধু অমৃতকে অপদস্থ হতে দেখে ইসাব কালিয়াকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়। এই সময়েই ঘটনাচক্রে ইসাবের নতুন জামাটি ছিঁড়ে যায়। উভয়েই বিপদে পড়ে। অমৃত উপলব্ধি করে বাড়িতে বাবার মারের হাত থেকে তাকে মা বাঁচালেও, মাতৃহীন ইসাবকে বাঁচানোর কেউ নেই। সে নিজের অক্ষত জামাটি ইসাবকে দিয়ে দেয়। ইসাবের বাবা এসময় উপস্থিত থাকায়, পারস্পরিক ভালোবাসার এমন আশ্চর্য কাহিনি তার মুখ থেকে সকলে জেনে যায়। শেষে গ্রামপ্রধানও ঘটনাটি শুনে অমৃত ও ইসাবের নামকরণ করেন অদল আর বদল। কেন-না ছোটো দুটি ছেলের বন্ধুত্ব আর বিশ্বাসের শিকড় এতটাই গভীর ছিল যে-তারা একে অন্যের বিপদকে নিজের বলে মনে করেছে। সেখানে ধর্ম বা সম্প্রদায়ের বিভাজন তাদের মানবিকতার কাছে বারবার তুচ্ছ হয়ে গেছে। তাই গ্রাম

প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

৪

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

৫

কমবেশি ১৫০ শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো

প্রশ্ন ৪.১ *'হাত ধরাধরি করে অমৃত ও ইসাব ওদের কাছে এল।'*—'ওদের' বলতে কাদের কথা বোঝানো হয়েছে? অমৃত ও ইসাবের পরিচয় দাও। ২ + ৩

উত্তর/ পান্নালাল প্যাটেল রচিত 'অদল বদল' গল্পে 'ওদের' বলতে গ্রামের ছেলের দলকে বোঝানো হয়েছে। গল্পের মূল চরিত্র অমৃত ও ইসাবকে ঘিরে যে-ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে, তাতে অনুঘটকের কাজ করেছে এই ছেলের দল।

'ওদের'-এর পরিচয়

❑ আলোচ্য গল্পে অমৃত ও ইসাব দুজনে অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তারা উভয়েই দরিদ্র চাষি পরিবারের সন্তান। অভাবের কারণে তাদের পিতাদের ছোটোখাটো প্রয়োজনেও মহাজনের কাছে হাত পাততে হয়। ইসাব ও অমৃত একই স্কুলে, একই ক্লাসে পড়ে। রাস্তার মোড়ে দুটি মুখোমুখি বাড়িতে তাদের বাস। অমৃতের বাড়িতে রয়েছেন বাবা-মা ও তিন ভাই এবং ইসাবের বাবা ছাড়া আর কেউই নেই। অমৃত ও ইসাবের এই নিখাদ বন্ধুত্বে আন্তরিক গভীরতা ছিল। তাই অমৃতের মার খাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও কালিয়ার হাত থেকে অমৃতকে বাঁচাতে ইসাব ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আবার নতুন জামা ছিঁড়ে যাওয়ার অপরাধে বাবার হাতে মার খাওয়া থেকে ইসাবকে বাঁচাতে অমৃত তার নতুন জামাটি ইসাবকে পরতে দেয়। সে জামা নেওয়ার আগে ইসাব জেনে নিতে চায়, ছেঁড়া জামা পরার জন্য অমৃতকে বকুনি খেতে হবে কিনা।

অমৃত ও ইসাবের পরিচয়

প্রশ্ন ৪.২ *'অমৃতের অত জোর দিয়ে বলার কারণ ছিল।'*—অমৃত কাকে, কী বলেছিল? অমৃতের অত জোর দিয়ে বলার কী কারণ ছিল? ২ + ৩

উত্তর/ পান্নালাল প্যাটেলের 'অদল বদল' গল্পটিতে অভিন্নহৃদয় দুই বন্ধু অমৃত আর ইসাব হোলির দিন একই রং, মাপ ও কাপড়ের তৈরি জামা পরে রাস্তায় বেরোলে তাদের দেখে গ্রামের ছেলেরা কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। একই রকম জামার মতো তাদের শারীরিক শক্তি একই রকম কিনা পরীক্ষার জন্য তারা দুজনকে কুস্তি লড়ার প্রস্তাব দেয়। অমৃত ইসাবের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে তাদের বলে, 'না, তাহলে মা আমাকে ঠ্যাঙাবে।'

অমৃত কাকে, কী বলেছিল

❑ খুব সাধারণ দরিদ্র চাষি পরিবারের ছেলে অমৃত আর ইসাব। তাদের বাবারা যতটুকু আয় করেন তা দিয়ে তারা সংসার চালাতে হিমসিম খান। এমন পরিবারে উৎসব উপলক্ষ্যে নতুন জামা চাওয়া মানে উৎপাত ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব সত্ত্বেও ইসাবের বাবা ইসাবকে নতুন জামা বানিয়ে দেন। ইসাবের জামা দেখে অমৃতও নতুন জামার আবদার করে মা-র কাছে। মা তাকে বোঝালেও নাছোড় অমৃতকে শেষপর্যন্ত তার মা-বাবাকে নতুন জামা দিতেই হয়। বহু কষ্টের এই জামা যাতে নষ্ট না-হয়, সে-ব্যাপারে অমৃতের মা-র কঠোর নির্দেশ ছিল। একদিকে বন্ধুত্ব ও অন্যদিকে মা-র কঠোর নির্দেশ, এই দুই কারণেই গ্রামের ছেলেদের কুস্তি লড়ার প্রস্তাব অমৃত জোরের সঙ্গে ফিরিয়ে দেয়।

অমৃতের জোর দিয়ে বলার কারণ

প্রশ্ন ৪.৩ *'ছেলের দল আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল,'*—ছেলের দলের আনন্দের কারণ ব্যাখ্যা করো। এই আনন্দ স্থায়ী হয়েছিল কি? ৩ + ২

অথবা, *'তামাশা করে হলেও এখন ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে পড়েছে'*—তামাশা করে হওয়া ঘটনাটি ব্যক্ত করো। ব্যাপারটা 'ঘোরালো' হয়ে পড়ল কেন? ৩ + ২

উত্তর/ পান্নালাল প্যাটেলের 'অদল বদল' গল্পে হোলির দিন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিন্ন হৃদয়ের অধিকারী দুই বন্ধু অমৃত আর ইসাব একই রঙের, একই মাপের নতুন জামা পরে বেরোয়। গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা তা দেখে মজা পায় এবং তাদের শারীরিক শক্তিও একই রকম কিনা জানার জন্য অমৃতকে কুস্তি লড়ার প্রস্তাব দেয়। একদিকে বন্ধুত্ব আর অন্যদিকে মা-র জামা ময়লা বা নষ্ট না-হওয়ার কঠোর নির্দেশ—এই দুই কারণে অমৃত কুস্তি লড়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু নাছোড় ছেলের দল তাকে জোর করে মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে কালিয়া তাকে জোর করে মাটিতে ফেলে দেয়। অমৃত যে কালিয়ার কাছে হেরে গেছে এই দেখে ছেলের দল আনন্দ করতে থাকে।

আনন্দদায়ক ঘটনা

❑ ছেলের দলের এই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কারণ প্রিয় বন্ধু অমৃতের দুর্দশা দেখে ইসাব চুপ থাকতে পারেনি। সে কালিয়াকে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। কালিয়া কাঁদতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে ছেলের দল-সহ ইসাব, অমৃতও সে-স্থান ত্যাগ করে কালিয়ার মা-বাবার ভয়ে। এভাবেই ব্যাপারটি ঘোরালো হয়ে ওঠে।

আনন্দ স্থায়ী না-হয়ে 'ঘোরালো' হল

প্রশ্ন ৪.৪ *'ইসাবের বাবা ছেঁড়া শার্ট দেখা মাত্র ওর চামড়া তুলে নেবে।'*—বিষয়টি স্পষ্ট করো। এই পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে তারা কোন্ পথ অবলম্বন করেছিল? ৩ + ২

উত্তর/ পান্নালাল প্যাটেলের 'অদল বদল' গল্পের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র অমৃত ও ইসাব দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। তাদের বাবাদের দারিদ্র্য এতটাই যে হোলি উপলক্ষ্যে ছেলেদের নতুন জামা তৈরির জন্যও মহাজনদের কাছে তাদের হাত পাততে হয়েছে। এমন পরিবারের ছেলেরা যদি নতুন জামা ছিঁড়ে ফেলে তবে সেটা যে ক্ষমাহীন অপরাধের মধ্যে পড়ে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নতুন জামা পরে অমৃত ও ইসাব দুই বন্ধু রাস্তায় বের হলে একদল দুষ্টু ছেলের মাথায় মতলব আসে তাদের শক্তি পরীক্ষার। তারা অমৃত ও ইসাবকে কুস্তি লড়ার প্রস্তাব দেয়। অমৃত এতে রাজি না-হওয়ায় তারা তাকে রাস্তায় ফেলে আনন্দ করতে থাকে। বন্ধুর হেনস্থা দেখে ইসাব প্রতিশোধ নিতে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। তার নতুন জামা ছিঁড়ে যায়। কষ্টের টাকায় কেনা জামা ছিঁড়ে ফেলায় ইসাবকে যে বাবার হাতে মার খেতে হবে সেই আশঙ্কার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

বিষয়টির বর্ণনা

❑ অমৃতকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামাতে কালিয়া তাকে ল্যাং মারে।

দুষ্টুমি বাদের মূল কারণ ইসাব বন্ধুর এই অপমান সহ্য না-করতে পেরে কালিয়াকেও পালটা ল্যাং মেরে দেয়। কালিয়া কাঁদতে শুরু করলে তার বাবা-মায়ের ভয়ে ইসাব-অমৃত সে-জায়গা ত্যাগ করে।

প্রশ্ন ৩.৯ 'ইসাবের বাবা ইসাবকে ডাকছেন'— বিষয়টির মধ্যে অস্বাভাবিকতা কী ছিল?

উত্তর বাবা সন্তানকে ডাকবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলে কোনো দোষ করে থাকলে, ছেলের কাছে সেই ডাকও অস্বাভাবিক বোধহয়। হোলি

বিষয়ের অস্বাভাবিকতা উপলক্ষ্যে অমৃত ও ইসাবের বাবা বহু কষ্টে তাদের নতুন জামা বানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুষ্টু ছেলেদের হাত থেকে বন্ধু অমৃতকে বাঁচাতে গিয়ে ইসাবের নতুন জামা ছিঁড়ে যায়। উভয়েই জানে এদৃশ্য চোখে পড়লে ইসাবের বাবা ইসাবকে প্রচণ্ড মারবেন। তাই ইসাবের বাবার সাধারণ ডাকও তাদের কাছে ভীতিপ্রদ ও অস্বাভাবিক লেগেছিল।

প্রশ্ন ৩.১০ 'ইসাবের বাবা ছেঁড়া শার্ট দেখামাত্র ওর চামড়া তুলে নেবে'— ভাবনাটি কাদের? এমন ভাবনার কারণ আলোচনা করো। ১ + ২

উত্তর উদ্ধৃত ভাবনাটি পান্নালাল প্যাটেলের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র অমৃত ও ইসাবের।

❑ অভিন্নহৃদয় দুই বন্ধু অমৃত আর ইসাবের একই রকমের জামা দেখে ঈর্ষান্বিত পাড়ার ছেলেরা দুজনের শক্তি পরীক্ষার জন্য কুস্তি লড়তে বলে।

ভাবনার কারণ অমৃত রাজি না-হওয়ায় কালিয়া অমৃতকে মারে। প্রতিবাদে ইসাব কালিয়ার সঙ্গে মারপিটে জড়িয়ে পড়ে নতুন জামা ছিঁড়ে ফেলে। ইসাবের বাবা সুদখোরের কাছে টাকা ধার করে ছেলেকে নতুন জামা তৈরি করে দিয়েছিলেন। জামা ছেঁড়ার অপরাধে ইসাবকে বাবা মারতে পারেন এমন শঙ্কা থেকেই এই উক্তি।

প্রশ্ন ৩.১১ 'ও ইসাবকে টানতে টানতে বলল,'— ইসাবকে টানার কারণ কী? সে ইসাবকে কী বলেছিল? ২ + ১

উত্তর গল্পে অমৃতকে বাঁচাতে গিয়ে ইসাব কালিয়ার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে। আর তাতেই ইসাবের নতুন জামাটি ছিঁড়ে যায়। ইসাবের

ইসাবকে টানার কারণ বাবা যেহেতু বহু কষ্টে ছেলেকে এই নতুন জামা করে দিয়েছিলেন, তাই সেই জামা ছেঁড়া অবস্থায় দেখলে ইসাবকে বাবার হাতে মার খেতে হতে পারে—এই কথা ভেবে অমৃত ইসাবকে টেনে আড়ালে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

❑ মাতৃহীন ইসাবকে তার বাবার হাতের মার থেকে বাঁচাতে অমৃত নিজের

ইসাবকে বলা কথা জামা ইসাবকে দিয়ে বলে যে, তাকে মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে তার মা আছে।

প্রশ্ন ৩.১২ 'কিন্তু আমাকে বাঁচানোর জন্য তো আমার মা আছে'— কার উক্তি? উক্তিটির মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের কোন্ দিকটি প্রকাশিত? ১ + ২

উত্তর আলোচ্য উক্তিটি পান্নালাল প্যাটেল রচিত 'অদল বদল' গল্পের চরিত্র অমৃতের মুখে শোনা যায়।

❑ উক্তিটি থেকে অমৃতের তার মায়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, ... ও নির্ভরতা প্রকাশ পায়। সে জানে, নতুন জামা ছিঁড়ে ফেলা ...

উক্তির মধ্য দিয়ে অমৃত চরিত্র দরিদ্র পরিবারে যতই অপরাধের ... মায়ের কাছে ছেলের মূল্য অনেক বেশি ... মারের থেকে বাঁচানোর জন্য মা সবসময়ই ... পাশে থাকেন। কিন্তু মাতৃহারা ইসাবের সেই উপায় ছিল না। ... বাঁচাতে চেয়েছিল অমৃত।

প্রশ্ন ৩.১৩ 'কিন্তু ওর কপাল ভালো দিনটা ছিল ...' —'কপাল ভালো' বলার কারণ কী? হোলির দিনের কোন ... কথা বলা হয়েছে?

উত্তর 'ওর' বলতে এখানে অমৃতের কথা বলা হয়েছে। ...

'কপাল ভালো' বলার কারণ গিয়ে বন্ধু ইসাবের জামা ছিঁড়ে যায়। ... বাঁচানোর জন্য তার ছেঁড়া জামা নিজে পরে ... সেদিন তাকে মায়ের মার খেতে হয়নি। ... 'কপাল ভালো' বলা হয়েছে।

❑ হোলির দিনে রং দেওয়াকে কেন্দ্র করে ছোটো ছেলেদের মধ্যে ...

হোলির দিনের বিশেষত্ব হয়েই থাকে, তাই অমৃতের মা ছেঁড়া জামা ... শুধুমাত্র ভুরু কুঁচকে ছেঁড়া অংশ সিলে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৩.১৪ 'তোরা অদল-বদল করেছিস, দুর্'—কার উক্তি? ... উক্তিটির মধ্যে যে-হুমকি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর 'অদল বদল' গল্পে উক্তিটি অমৃত ও ইসাবের ... সমবয়সি ছেলের।

❑ কালিয়ার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে ইসাবের নতুন জামা ছিঁড়ে ... কাছে মার খাওয়ার ভয়ে সে ও অমৃত পরস্পরের জামা অদলবদল ...

হুমকির স্বরূপ গ্রামের দুষ্টু ছেলের দল, যারা অমৃত ও ইসাবকে কুস্তি লড়তে বলেছিল, তাদের ... ছেলে তাদের জামা অদলবদলের ঘটনা দেখতে পেয়ে ... করে। উক্তিটির মধ্যে দুষ্টুমি করে তাদের বাবা-মাকে জানিয়ে ... প্রচ্ছন্ন হুমকিও ছিল।

প্রশ্ন ৩.১৫ 'ওঁর শান্ত গলা শুনে ওদের চিন্তা হল'— ... বলতে কার কথা বলা হয়েছে? শান্ত গলা শুনে চিন্তা হওয়ার কারণ কী? ১ + ২

উত্তর উদ্ধৃতাংশে 'ওঁর' বলতে 'অদল বদল' গল্পের অন্যতম ... ইসাবের বাবার কথা বলা হয়েছে।

❑ কালিয়ার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে ইসাবের নতুন জামা ছিঁড়ে যায়। ... জামা দেখলে ইসাবের বাবা ইসাবকে আস্ত রাখতেন না, তাই ...

উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য বন্ধু অমৃত ও ইসাব নিজেদের মধ্যে জামা অদলবদল করেছিল। তাদের এই জামাবদলের ... একটা ছেলে চিৎকার শুরু করলে তারা বাড়ির দিকে ছোটে। ... দেখে ইসাবের বাবা শান্ত গলায় ওদের ডাকলে ওরা ভাবে এটা ... পূর্বাভাস।

প্রশ্ন ৩.১৬ 'উনি দশ বছরের অমৃতকে জড়িয়ে ধরলেন।'— 'উনি' কে? কেন অমৃতকে উনি জড়িয়ে ধরলেন? (মাধ্যমিক, ২০১৮) ১ + ২

উত্তর পান্নালাল প্যাটেলের 'অদল বদল' গল্প থেকে গৃহীত উদ্ধৃতিটির 'উনি' হলেন ইসাবের বাবা।

❑ কালিয়ার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে ইসাবের জামা ছিঁড়ে যায়। অভিন্নহৃদয় বন্ধু অমৃতকে কালিয়ার হাত থেকে রক্ষা করতেই এই ধস্তাধস্তি। ইসাবের মা নেই, বাবার হাতের মার থেকে ইসাবকে বাঁচাতে অমৃত ভালো জামা ইসাবকে দিয়ে ইসাবের ছেঁড়া জামাটি নিজে পরে। আড়াল থেকে ইসাবের বাবা ঘটনাটি দ্যাখেন আর এও শোনেন যে, অমৃত ছেঁড়া জামার দরুন যদি বাবার হাতে মার খেতে হয়; সেক্ষেত্রে তার মা তাকে বাবার মারের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। কিন্তু ইসাবের ক্ষেত্রে তার কোনো উপায় নেই। ছোট্ট অমৃতের বন্ধুপ্রীতি, উদারতা, মাতৃভক্তি ও বিশ্বাস দেখে ইসবের বাবা অমৃতকে জড়িয়ে ধরেন।

অমৃতকে জড়িয়ে ধরার কারণ

প্রশ্ন ৩.১৭ 'বাহালি বৌদি, আজ থেকে আপনার ছেলে আমার।'— 'বাহালি বৌদি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? 'আপনার ছেলে আমার' বলার কারণ কী ছিল? ১ + ২

উত্তর 'অদল বদল' গল্পে 'বাহালি বৌদি' বলতে ইসাবের বাবা অমৃতের মাকে বুঝিয়েছেন।

❑ বাবার হাতের মার থেকে ইসাবকে বাঁচাতে অমৃত নিজের ভালো জামাটি ইসাবকে দিয়ে তার ছেঁড়া জামাটি নিজে পরে। আড়াল থেকে ইসাবের বাবা এটা লক্ষ করেন এবং এও শোনেন, অমৃত তার মায়ের ভরসাতেই এসব করছে। ছোট্ট ছেলেটির বন্ধুপ্রীতি, উদারতা, মাতৃভক্তি ও বিশ্বাস দেখে ইসাবের বাবা মুগ্ধ হয়ে অমৃতকে নিজের ছেলে বলেছেন।

'আপনার ছেলে আমার' বলার কারণ

প্রশ্ন ৩.১৮ 'পাড়া-পড়শি মায়ের দল পাঠানের গল্প শোনার জন্য ঘিরে দাঁড়ান।'— গল্পটি কী ছিল?

উত্তর গল্পটা হল অভিন্নহৃদয় দুই বন্ধু অমৃত ও ইসাব হোলির দিনে একই রকম নতুন জামা পরে বেরোয়। ঈর্ষান্বিত কিছু ছেলে তাদের কুস্তি লড়ার প্রস্তাব দেয়। তারা তাতে রাজি না-হলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ফলে ইসাবের নতুন জামা ছিঁড়ে যায়। নতুন জামা ছেঁড়ার জন্য ইসাবকে বাবার হাতে মার খেতে হবে, তাকে বাঁচানোর জন্য তার মা নেই। এ কথা ভেবে অমৃত তার ভালো জামাটি ইসাবকে দিয়ে দেয়।

গল্পটির বর্ণনা

প্রশ্ন ৩.১৯ 'অমৃতের জবাব আমাকে বদলে দিয়েছে।'— অমৃতের কোন্ জবাবের কথা বলা হয়েছে? সেই জবাব বক্তাকে বদলে দেওয়ার কারণ কী? ২ + ১

উত্তর 'অদল বদল' গল্পে ছোট্ট অমৃতের মহানুভবতা প্রশ্নাতীত। জামা ছিঁড়ে যাওয়ার জন্য বন্ধু ইসাবকে, বাবার হাতের মার খাওয়া থেকে বাঁচাতে অমৃতের নিজের জামা দেওয়া তারই প্রমাণ। অমৃত কীভাবে বাবার হাত থেকে রেহাই পাবে, ইসাব সে-কথা জানতে চাইলে অমৃত জানায়, তাকে বাঁচানোর জন্য মা আছেন কিন্তু ইসাবের তো মা নেই।

অমৃতের জবাব

❑ এ কথা শুনে ইসাবের বাবা মাতৃভক্তি, ত্যাগ, ভালোবাসা এবং নিখাদ বন্ধুত্বের সত্যিকারের স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারেন। ছোট্ট অমৃতের আচরণে তিনি টের পান মা-হারা সন্তানের ক্ষেত্রে এক বাবাকে মা ও বাবা উভয়ের ভূমিকাই পালন করতে হয়। এই শিক্ষাই হাসানকে বদলে দিয়েছিল।

জবাব বক্তাকে বদলে দেওয়ার কারণ

প্রশ্ন ৩.২০ 'বরঞ্চ অদল-বদল বলাতে তাদের ভালোই লাগল।' —তাদের 'অদল-বদল' নামকরণ কীভাবে হল? এই নাম তাদের ভালো লাগার কারণ কী? ২ + ১

উত্তর অমৃত ইসাবকে বাবার মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে, নিজের অক্ষত জামাটি তাকে দেয়। পরিবর্তে তাকে ছেঁড়া জামা অমৃত নিজের গায়ে তুলে নেয়। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ইসাবের বাবা। এ কথা গল্পাকারে গ্রামের মোড়লের কানে পৌঁছোয়। মোড়ল সবদিক বিবেচনা করে অমৃতকে 'অদল' ও ইসাবকে 'বদল' নাম দেন।

'অদল-বদল' নামকরণ

❑ জামাবদলের জন্য বন্ধুরা অমৃত-ইসাবকে খেপিয়ে বেড়াত 'অদল-বদল' বলে। সেই নাম এখন বাবা-মা ও গ্রামের মোড়লের কাছেও বৈধতা পাওয়ায় তাদের ভালো লাগে।

নাম ভালো লাগার কারণ

প্রশ্ন ৩.২১ 'এই আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠল।'—কোন্ আওয়াজের কথা বলা হয়েছে? এই আওয়াজে মুখরিত হয়ে ওঠার কারণ কী? ১ + ২

উত্তর 'অদল বদল' গল্পে দুই বন্ধু অমৃত ও ইসাবের জামাবদলের ঘটনায় ছেলেরা তাদের 'অদল-বদল' বলে ডাকতে শুরু করে। সেই ডাক গ্রামপ্রধানের কাছে বৈধতা পেলে সারাগ্রামে সে নাম (অদল-বদল) মুখরিত হয়ে ওঠে।

আওয়াজের পরিচয়

❑ অমৃত ও ইসাব জামাবদলের মাধ্যমে শুধুমাত্র ইসাবের বাবার নয় সমগ্র সমাজের মানসিকতায় পরিবর্তন এনেছিল, ঘুণ-ধরা সমাজে এনেছিল প্রাণের জোয়ার। তাই 'অদল-বদল' শব্দবন্ধ গ্রামের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে তুলেছিল।

আওয়াজে মুখরিত হওয়ার কারণ

প্রশ্ন ৩.২২ 'ও আমাকে শিখিয়েছে খাঁটি জিনিস কাকে বলে।'—'ও' বলতে কার কথা বলা হয়েছে? সে কাকে, কী শিখিয়েছিল? ১ + ২

উত্তর পান্নালাল প্যাটেলের 'অদল বদল' গল্প থেকে উদ্ধৃত অংশে 'ও' বলতে ইসাবের বন্ধু অমৃতের কথা বলা হয়েছে।

❑ অভিন্নহৃদয় বন্ধু ইসাবের জামা ছিঁড়ে যাওয়ায় অমৃত নিজের অক্ষত জামাটি ইসাবকে দেয়। কারণ অমৃতকে বাবার মারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মা রয়েছে, কিন্তু ইসাবের তো মা নেই। পাড়ার ছোট্ট গলিতে যখন এই ঘটনাটি ঘটছিল সেটি ইসাবের বাবা হাসান দেখেন। ছোট্ট অমৃতর বন্ধু প্রীতি আর ভালোবাসার গভীরতা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। এই মাতৃভক্তি, ত্যাগ ও অকৃত্রিম বন্ধুত্বই হাসানকে বিশুদ্ধ মানবিকতার শিক্ষা দিয়েছিল। একেই তিনি 'খাঁটি জিনিস' বলে মনে করেছেন।

কাকে, কী শিখিয়েছিল

প্রশ্নমান ৩

ব্যাখ্যাধর্মী সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

৩ কমবেশি ৬০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো

প্রশ্ন ৩.১ *'বলতে গেলে ছেলে দুটোর সবই একরকম,'* —ছেলে দুটো কোন্ কোন্ দিক থেকে একইরকম তা বর্ণনা করো।

উত্তর/ পান্নালাল প্যাটেলের 'অদল বদল' গল্পের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র অমৃত আর ইসাব। ভিন্ন সম্প্রদায়ের বছর দশেকের এই দুই বালকের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। দুজনের বাবার পেশা থেকে আরম্ভ করে জমিও ছিল প্রায় সমান সমান। এদের পড়াশোনা একই স্কুলে, বেশভূষাও প্রায় একইরকম। উভয় পরিবারেরই অবস্থাই ছিল দারিদ্র্যের সঙ্গে। তাই বিপদাপদে তাদের মহাজনদের কাছে হাত পাততে হত। মোড়ের মাথায় তাদের বাড়ি দুটোও ছিল মুখোমুখি।

দুই চরিত্রের সাদৃশ্য

প্রশ্ন ৩.২ *'ওদের একরকম পোশাক দেখে দলের একটি ছেলে বলে,'* —ওদের পোশাকের বর্ণনা দাও। দলের ছেলেটি কী বলেছিল? ১ + ২

উত্তর/ পান্নালাল প্যাটেল রচিত 'অদল বদল' গল্পের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অমৃত ও ইসাবকে 'ওদের' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের পোশাক বলতে সদ্য তৈরি করা দুটি নতুন জামার কথা বলা হয়েছে, যেগুলির রং, মাপ ও কাপড় সবই ছিল একরকম।

পোশাকের বর্ণনা

❑ দলের ছেলেটি অমৃত ও ইসাবকে একই পোশাকে দেখে কিছুটা হলেও ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের কুস্তি লড়ার প্রস্তাব দেয়। কারণ সে দেখে নিতে চেয়েছিল যে, তারা কি শুধু পোশাকেই এক নাকি শক্তিতেও এক।

দলের ছেলেটির বক্তব্য

প্রশ্ন ৩.৩ *'ওর মা সাবধান করে দিয়েছিলেন,'* —কার মায়ের কথা বলা হয়েছে? তিনি কোন্ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন? ১ + ২

উত্তর/ উদ্ধৃতাংশে পান্নালাল প্যাটেলের 'অদল বদল' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমৃতের মায়ের কথা বলা হয়েছে।

❑ অভিন্নহৃদয়ের বন্ধু ইসাবের নতুন জামা দেখে অমৃতও নতুন জামার জন্য জেদ করলে তার মা বহু কাঠখড় পুড়িয়ে নতুন জামার জন্য তার বাবাকে রাজি করান। বাবা সুদখোরের কাছ থেকে টাকা ধার করে জামা তৈরি করিয়ে দেন। হোলির দিন বাবার সেই নতুন জামা যেন নষ্ট বা ময়লা না-হয়, মা সেই সাবধানবাণীই অমৃতকে শুনিয়েছিলেন।

মা-এর সাবধানবাণী

প্রশ্ন ৩.৪ *'অমৃত সত্যি তার বাবা-মাকে খুব জ্বালিয়েছিল।'* —অমৃত তার বাবা-মাকে কীভাবে জ্বালিয়েছিল?

উত্তর/ শিশুরা কোনো কিছু পাওয়ার জন্য বাবা-মাকে জ্বালাতন করেই থাকে। 'অদল বদল' গল্পে নতুন জামার জন্য অমৃত অবশ্য তার বাবা-মাকে একটু মাত্রাতিরিক্ত জ্বালাতন করেছিল। তার প্রথম ফতোয়া ছিল ইসাবের মতো নতুন জামা না-হলে স্কুলে যাবে না। তার যে নতুন জামা নেই তা বোঝাবার জন্য ইচ্ছা করে সে জামা ছেঁড়ে, রাতে ইসাবদের গোয়ালে লুকিয়ে থাকে। এভাবেই অমৃত তার বাবা-মাকে জ্বালাতন করত।

অমৃতের বাবা-মাকে জ্বালাতন

প্রশ্ন ৩.৫ *'ঠিক আছে, তোর বাবাকে গিয়ে বলগে।'* —উক্তিটি কার? এই উক্তির মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের কোন্ দিকটি প্রকাশিত? ১ + ২

উত্তর/ পান্নালাল প্যাটেলের 'অদল বদল' গল্প থেকে গৃহীত উদ্ধৃত উক্তিটি অমৃতের মায়ের।

❑ উক্তিটির মধ্যে অমৃতের মায়ের কৌশলী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সন্তানের প্রবল জেদের কাছে হার মেনে তিনি অমৃতকে তার বাবার কাছে নতুন জামার ব্যাপারে বলতে বলেন। অমৃতের মা জানতেন যে, অমৃত তার বাবার মুখের ওপর কথা বলবে না। এক্ষেত্রে অমৃতের মার অভাবের সংসারে কৌশলে ছেলের জেদের ওপর লাগাম পরানোর একটা প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

বক্তার চরিত্র

প্রশ্ন ৩.৬ *'বিশেষ করে ইসাবের সঙ্গে কুস্তি লড়তে তো একেবারেই গররাজি।'* —ইসাবের সঙ্গে কুস্তি লড়ার প্রসঙ্গ আসার কারণ কী?

উত্তর/ 'অদল বদল' গল্পে দেখা যায়, অভিন্নহৃদয়ের দুই বন্ধু হোলির দিনে হুবহু একই পোশাক পরে বাইরে বের হয়। তা দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে একটি ছেলে তাদের 'কুস্তি লড়ার' প্রস্তাব দেয়। ছেলেটি দেখতে চেয়েছিল অমৃত আর ইসাবের এই মিল কি শুধুই পোশাকের, নাকি গায়ের জোরেও তারা একে অপরের সমান। অমৃত অবশ্য ইসাবের সঙ্গে কুস্তি লড়তে রাজি হয়নি।

কুস্তি লড়ার প্রসঙ্গের কারণ

প্রশ্ন ৩.৭ *'ইসাবের মেজাজ চড়ে গেল।'* —প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করো।

উত্তর/ 'অদল বদল' গল্পের অন্যতম চরিত্র অমৃতের ইসাবের সঙ্গে কুস্তি লড়াতে অনীহা ছিল দুটি কারণে। প্রথমত, ইসাব ছিল তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আর অন্যদিকে নতুন জামা নষ্ট হওয়ার ভয়। নাছোড় ছেলের দল তার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় গুরুত্ব না-দিয়ে তাকে মাঠে নিয়ে যায় এবং কালিয়া নামের ছেলেটি তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। বন্ধুর এহেন অপমান দেখে ইসাবের মেজাজ চড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ সে কালিয়াকে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দেয়।

উদ্ধৃতাংশের প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ৩.৮ *'অমৃত আর ইসাবও রণভূমি ত্যাগ করল।'* —'রণভূমি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? তাদের রণভূমি ত্যাগের পিছনে মূল কারণ কী ছিল? ১ + ২

উত্তর/ 'রণভূমি' শব্দের অর্থ 'যুদ্ধক্ষেত্র'। 'অদল বদল' গল্পে উক্ত শব্দটি সেই অর্থে ব্যবহৃত না-হলেও বন্ধু অমৃতকে রক্ষা করতে ছেলের দলসহ কালিয়াকে শিক্ষা দিতে গিয়ে ইসাব যা করেছিল তা যুদ্ধেরই মতো।

রণভূমি